দলছুটের জবানবন্দী ৩

নন্দিনী হোসেন

২৮ফেব্রুয়ারী ২০০৫

তাছাড়া ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী যদি মহান আল্লাহর ইচ্ছায় ই সব হয় তাহলে তিনি তো সহজেই সব তার অনুকুলে নিয়ে নিতে পারতেন। খামোকা মানুষ নামধারী পুতুল গুলোকে নিয়ে এই অদ্ভুত ছিনিমিনি খেলা কেন? তারা তো নিজের ইচ্ছায় কিছুই করছে না । সব ই করছে আল্লাহর ইচ্ছায়! ... আমি নিশ্চিত শুধু আমি নয় প্রায় সবার ই (ধর্মঅন্তপ্রাণদের ও) এই সব প্রশ্ন কম বেশী মনে জাগে কিন্তু তারা তা প্রকাশ করেন না । পাছে তাদের বেহেস্তের পথ পিচ্ছিল হয়ে যায়। কিন্তু এতো গোজামিলের এই সব ধর্ম নিয়ে আজ ও মানুষ কি করে আত্ব তৃপ্তির ঢেকুর তুলে আর বেহেস্তে যাওয়ার আশায় অস্ত্রে শান দেয় , উন্মাদের মতো কি করেই বা ঝাঁপিয়ে পরতে পারে অন্য ধর্মের মানুষের উপর সে এক মহা বিস্ময় আমার কাছে !

পুর্ব্বর্তী পর্বের পর ...

ছোটবেলায় আমি আসলে ছিলাম খুব ই চাপা স্বভাবের। তাই আমার মনের গোপন কুঠুরীর নাগাল কেউ পেতো না খুব ঘনিষ্ঠ মাত্র দু' এক জন ছাড়া। হয়তবা সেই জন্য ই মনে হয় নিজের একটা আলাদা জগৎ গড়ে নিয়েছিলাম। বই পড়া শুরু করার আগে গান বাজনা তে ছিল প্রবল আগ্রহ। তার মধ্যে অনেকটা সময় বোদ হয়ে থাকতাম। বলা ভালো গানের জন্য প্রায় পাগল ছিলাম। সেই বয়সেই আমার মারাত্বক গানের নেশা ছিল। গান শুনার বা নিজে গুন গুন করার প্রায় কোন সুযোগ ই হাতছাড়া করতাম না। এটা আর ও বেড়ে গেলো যখন আমার বাবা আমাকে একটি খুব ভালো,সুন্দর ছিমছাম দেখতে রেডিও কাম টেপ রেকর্ডার উপহার দিলেন। তখন এমন হলো যে,আমি রাতে ওটা আমার বিছানায় মশারীর ভিতর নিয়ে শুতাম ! তার অবশ্য কারণ আছে । সবাই ঘুমিয়ে পরলে যাতে ইচ্ছা মতো গান শুনতে পারি। অনেক সময় এমন ও হয়ছে প্রায় সারা রাত গান শুনে ,ভোর রাতে বিছানা ছেড়ে পড়তে বসেছি। কেউ টের ই পায়নি আমি সারা রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি।

সেই যে শুরু হয়েছিল রাত জেগে থাকা, আজ ও সে ধারা অব্যাহত আছে। আমার নিজের মনের খোরাক জোগানোর জন্য যে সব কাজ আমি করি তা যাই হোক না কেন,তা শুরু হয় সাধারণ ত বেশ রাতের দিকে । চলে প্রায় তিন টা পর্যন্ত। অবশ্য তাতে আমার কোন অসুবিধা হয় না। অভ্যাস রক্তে মিশে গেছে। খুব ই কম ঘুমিয়ে আমি দিব্যি কাটিয়ে দিচ্ছি। এই জন্য অবশ্য আমার কাছের লোকজন আমাকে নিশাচর বলে ! যদি ও শব্দ টা শুনতে ঠিক সুন্দ র নয় ! যাক। এই এক সমস্যা। কোথা থেকে যে কোথায় চলে যাই। তখন গান যেমন শুনতাম,তেমনি রেডি ও তে বিবিসি,ভয়েস অব আমেরিকা ও শুনতাম। আমার প্রায় নেশার মতো ছিল এই ব্যাপার গুলো। বিবিসি আর ভোয়া শুনার সময় নিজের মধ্যে অবশ্য একটা ভারিক্ষী ভাব ধরতাম। যে নো কতই বড় পন্ডিত ! বিশ্বের নান খবর শুনে বোন টাকে হাতের কাছে পেয়ে ;তার উপর দিয়েই চলতো আমার ভাব দেখানো ! সে অবশ্য বিরক্ত হতো না আমার এই সব অত্যাচারে। বেশ বাধ্য শিষ্য ছিল আমার বলতে গেলে। যদিও বাহির থেকে দেখলে ব্যাপারটা ছিল সম্পুর্ন উলটা। যেমন সে ছিল খুব ই চঞ্চল প্রকৃতির আর আমি একেবারেই শান্ত।

আমাদের কাজের মেয়ে বা মহিলা মহলে আমি ছিলাম বেশ প্রিয় আমার বোনের তুলনায়। কারণ আমি খুব মোলায়েম কণ্ঠে কথা বলতাম তাদের সাথে। খুবই পছন্দ করতাম তাদের সংগ। মনে পরে না কখন ও রাগ করে কোন কথা বলেছি, যা আমার বোন সুযোগ পেলেই করতো। আমার ধারণা আমি তাদের কাছে প্রিয় হবার আরও যে কারণ টি ছিল তা হলো,যে কোন সুযোগে তাদের সাথে আমার গল্প করার বা তাদের গল্প শুনার প্রবল আগ্রহ তো ছিল ই তাছাড়া ও তাদের প্রতি আমার এই অনুরাগের সুযোগ যে কেউ কেউ নিত তা অনেক পরে বড় হয়ে বোঝেছি। যেমন একজনের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য । যা আজ ও মনে পরলে এক ধরনের ক ষ্ট হয়। আমার আগের লিখায় আমি উল্লেখ করেছি যে ছোটবেলায় কাঁচের চুড়ির প্রতি ছিল আমার দুর্নিবার আকর্ষ ণ। কিন্তু হলে কি হবে আমার মার আবার ছিল তা দু'চোঁখের বিষ ! আমাদের বাসায় কাজের জন্য যে মহিলারা থাকতো,তাদের ছোট মেয়েরা লাল নীল কাচের চুড়ি হাতে দিয়ে যখন হেটে যেতো,তখন আমি মুগ্দ্ব চোঁখে তাদের দেখতাম। কি করে যেনো আমার এই আকর্ষ নের কথা একজন বয়স্ক মহিলা (যাকে আমরা জন্ম থেকে এক ই রুপে দেখে আসছিলাম আমাদের বাসায়,আমার মার আবার খুব ই বিস্বস্ত ছিল সে) জেনে যায়। সে আমাকে সুযোগ পেলেই প্রলোভন দেখাতো নানা রং য়ের চুড়ি কিনে এনে সে আমাকে দিবে অতি গোপনে, যদি আমি টাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি ।

আমার চোঁখ আনন্দে নেচে উঠলো। আমি নানা ভাবে তাকে বোঝাতাম কি কি রংয়ের চুড়ি আমার চাই! সে ও আমার মুগ্ধ চোঁখের ভাষা পড়ে নিয়ে নানা কায়দায়,ইনিয়ে বিনিয়ে চূড়ির রাজ্যের মোহনীয় সব গল্প শুনাতো। কোথায় পানি রংয়ের চূড়ি পাওয়া যায় ! আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম,পানির রংয়ের চূড়ি ? সে তখন মাথা দুলিয়ে ঠোঁটের কোণে এমন একটা হাসি ফোটিয়ে তুললো যে তার একমাত্র অর্থ হতে পারে , হায়রে মেয়ে তুমি পৃথিবীর কিছুই জানলে না। আমি যখন কথাটার মানে জানার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে হা করে তাকিয়ে রইলাম ,তখন সে তার হাসিটা ঠোঁটের কোণে আর ও দীর্ঘায়িত করে আমার ধর্য্যের যেনো পরীক্ষা নিতে বসলো। বেশ কিছুক্ষন পর তাচ্ছিল্যের স্বরে বললো,ওহ আপনি এসব জানবেন কি করে ! পানির রং দেখছেন না কেমন সবুজ? আমি চিন্তা করে দেখতে লাগলাম পানির রং সবুজ কি না। মনে সংশয় নিয়ে হা সুচক মাথা নাড়লাম শুধু। সে তখন সেই সবুজের বর্ণনা করলো এই রকম, চূড়ি পানির মতো সবুজ রংয়ের,আর তাকালে মনে হয় যেনো পানির ফোটা টলটল করছে এই বোঝি পরলো বলে ! আমি অবাক বিস্ময়ে কথা গুলো শুনে শিহরিত হলাম । এই চূড়ি আমার এক ডজন চাই ই । নিজের সম্বল থেকেই ত্রিশ টাকা তার হাতে তুলে দিলাম। কারণ সে তাই দাম বললো চুড়ির।

যাই হোক। কথা হচ্ছে ,টাকা একবার নয় বেশ কবার ই তাকে দিতে হয়েছে। কিন্তু চুড়ির জন্য প্রতিক্ষা আমার শেষ হয় নি কখন ও! অমুক মাসে তমুক সপ্তাহে কিনে এনে দেবো, দিচ্ছি, করে সেই দেওয়া আর কখন ই হয় নি। তারপর ও আমি আবার ও এক ই কাজ করতাম। আগের কথা ভুলে আবার টাকা দেওয়া ,আবার অপেক্ষা, আবার হতাশা। আসলে ভুলতাম না কিছুই। শুধু ভান করতাম ওসব আমার কিছুই মনে নেই। এতো তুচ্ছ কথা মনে রাখলে কি চলে। ভাবটা যেনো এমন । সব বোঝেও না বোঝার ভান করে আবার তাকে বিশ্বাস করতে চাইতাম। আগের টাকার কথা কিছুই না তুলে আবার ও টাকা দিতাম। তাও যদি আমার সাধের চুড়ি পাওয়া যায় ! কিন্ত তা অবশ্য কোন দিন ই ঘটে নি। প্রায় শিশু বয়সে এই প্রতারনার ব্যাপারটি আমার মনে কিন্তু বেশ দাগ কেটে ছিল অনেকদিন। যা হোক।

সেই অতো সাধের চুড়ির প্রতি ও ক্রমে আবিষ্কার করলাম আমার মায়ের মতো ই বিদ্বেষ ধর্মের ও কম নয়। অবশ্য তা সম্পুর্ণ ভিন্ন কারণে । লুকিয়ে চুড়ি কিনার চিন্তা অবশেষে মাথা থেকে বাতিল করতে হলো।

যখন জানতে পারলাম মেয়েদের চূড়ি পরে ঘুড়ে বেড়ানো ইসলাম ধর্মের ঠিক মনোঃপুত না । কারণ চুড়ির রিনি ঝিনি শব্দ যদি কোন পর পূরূষের কানে যায় তাতে নাকি আমার গোনাহ হবে ! যদি ও সেই বয়সে এ সবের সঠিক মানে টা ঠিক কি বোঝতে অনেক সময় ই অসুবিধা হতো। অনেকটা আন্দাজে আন্দাজে ধরে নিতে হতো । চূড়ি পরলে তার রিনি ঝিনি শব্দ তো কিছু হবেই। এবং পর পুরুষের কানে ও যাবার সমুহ সম্ভাবনা ! আর তাতে যদি আমার গোনহ হয় তাহলে সেই গোনাহ করে দোযকে যেতে আমি রাজী নই। যদি ও মনের অতি গোপনে চুড়ি পরতে না পারার দুঃখ টা আমার রয়েই গেলো। তবে একটা মজার ব্যাপার যা ঘটলো আমার জীবনে,বরং বলা ভালো আমার নিজের ই মনে, তাই কথা টা উল্লেখ করা এখানে দরকার মনে করছি । আর তাহলো সেই চুড়ির প্রতি ই প্রবল বিরাগ। একটা মানসিক এলার্জী বলা যেতে পারে ! হাতে দিলে নিজেকে কেমন যেনো সংয়ের মতো লাগে ! যা হোক। সে ভিন্ন প্রসংগ ।

মোহমুক্তির কাল :- গানের প্রতি এতো ই আবিষ্ট ছিলাম যে মোটামোটি সারাক্ষন ই গুন গুন করতাম। গান শুনার কোন সুযোগ ই প্রায় ছাড়তাম না। খুব ভোরে উঠে পড়ার টেবিলে বসে মৃদু আওয়াজে গান শুনতাম যতক্ষন না হুজুর এসে হাজির হচ্ছেন আরবী পড়াতে। হুজুর আসার শব্দ পেলেই তড়িঘড়ি করে বন্ধ করে দিতাম । তবু তিনি একদিন এসে দেখে ফেললেন আমি গান শুনছি। আর যায় কোথায় । কড়া হুকুম জারী করলেন,এসব গান বাজনা যেনো আর না শুনেন। এ সব হচ্ছে আল্লার নাফরমানী কাজ। অবশ্য বলতে বাধা নেই আমি এই নসিহত পাত্তা দেই নি। এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে অন্য কান দিয়ে বের করে দেওয়া যাকে বলে তাই করেছি। কিন্তু এ সুখ আমার বেশী দিন সইল না। যখন থেকে ধর্মের বই পড়তে শুরু করলাম। তখন সত্যি আবিষ্কার করলাম যে গান বাজনা করা হারাম। বেদাত । মোট কথা মানুষের মনের সুকুমার সব বৃত্তি ই হারাম। শয়তানের কাজ। আল্লার বান্দারা এসব করে না। শয়তানের সহযাত্রীরাই শুধু এমন সব পাপ কাজে লিপ্ত থাকে।

আমি যেহেতু ইসলামের সাচ্চা সৈনিক হবো বলে প্রতিজ্ঞা করেছি,তখন এত দিনের আমার এত সাধের গান বাজনা তো আর চলতে পারে না। দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে প্রাণ পনে নিজের অতি প্রিয় নিত্য সংগী রেডিও কাম টেপ রেকর্ডার এবং হারমোনিয়ামটা থেকে দুরে থাকার চেষ্টা করতাম। আর সব কিছু যেমন তেমন কিন্তু গান আর না শুনতে পারাটা আমাকে বড়ই কষ্ট দিতে লাগলো। আমার এক কাজিন এই সেদিন মাত্র কিশোর কুমার আর মান্নাদের দুটি ক্যাসেট আমাকে মাথায় চাটি মেরে উপ হার দিয়ে গেছেন। আমার কাছে ও গুলো মহার্ঘ্য কিছু বললেও কম বলা হবে। সে গুলো আর শুনতে পারবো না । সুযোগ পেলেই হারমোনিয়াম নিয়ে সা-রে-গা-মা সাধতে পারবো না। নিতু দির কাছে তার শিখা নতুন গান টি আমাকে শেখানোর জন্য আর আবদার ধরা যাবে না এসব ভাবতেই পারছিলাম না। ইসলামের কঠোর নিষেধ তো আর হেলাফেলা করার বিষয় নয়। কেন গান বাজনা নিষিদ্ধ ইসলামে,এর কারণ টাই বা কি তা ভালো করে বোঝার জন্য আমি ধর্মীয় পুস্তক গুলো ঘেটে যা পেলাম,তা হলো গান শুনলে নাকি আল্লাহ পরম দয়ালু মাবুদের কথা ভুলে যাবে মানুষ। পরকালের কথা ভুলে শয়তানের দোসর হবে। কিন্তু কেন যেন এই ব্যখা টা আমার ঠিক মনঃপূত হলো না। আমি এমন অনেক গান মনে করতে পারি যা শুনে আমি আর ও গভীর ভাবে অন্য ধরনের একটা ভাবে ঢুবে গেছি। আমার কেন যেনো বরং উলটো যুক্তি মনে এলো। মনে হলো গানে তো অনেক সময় বরং এমন এক ধরনের অপার্থিব ভাব মনে জাগ্রত হয়,যা আল্লাহ বা ইশ্বরের কাছাকাছি পৌঁছতে সাহায্য করে !

মোট কথা, এই রকম পদে পদে যখন হোঁচট খাওয়া শুরু হলো,তখন নানা প্রশ্ন ভীর করতে লাগলো মাথায়। যত ই আমি ভয় পেয়ে গোনাহ করবো না বলে সিদ্ধান্ত নেই,তত ই দেখি গোনাহ থেকে মুক্তি পাওয়া এক অসম্ভব সাধনা ! সবেতেই গোনাহ। কিসে পাপ নেই তা খুঁজতেই হিমশিম খেয়ে গেলাম।

কোথায় যেনো পড়েছিলাম আজ আর মনে নেই যে, **আল্লাহ কে নিয়ে চিন্তা না করে আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করো।** কারণ আল্লাহ কে নিয়ে ভাবতে গেলে নাকি গুনাহ হবে। মাথায় নানা প্রশ্ন আসবে । কিন্তু মানুষের মাথা কি এতই নির্জীব বস্ত যে ,কিছুই না ভেবে শুধু আল্লাহর গুনগান করো রাত দিন বললেই কেউ কিছুই ভাববে না? বরং আমার মাথা থেকে দেখি তাড়াতেই পারি না কিছু ভাবনা । ঘুরে ফিরেই অতি সাধারণ কিছু প্রশ্ন এসে ই যায় । যে, আল্লাহ স্বয়ং আসলেন কোথা
থেকে ? তার কোন শরীক নেই। তিনি কারো ঔরসে এবং গর্ভে জন্মান নি । তিনি কাউকে জন্ম দান ও করেন নি। তিনি অমর অক্ষয়।তার ক্ষুধা,তৃষ্ণা কিছুই নেই। তিনি সর্ব শক্তিমান। তার হুকুম ছাড়া জলে স্থলে অন্ত রীক্ষে কিছুই ঘটে না। তিনি পরম দয়ালু। পরম করুনাময়। ইত্যাদি ইত্যাদি । যত ই ভাবি এসব ভাববো না ,তিনি যেমন আদেশ করেছেন তেমনি শুধু নামায কালাম নিয়ে দিন রাত ডুবে থাকবো। আর সময় আসলে স্বামী সেবা করবো,তাহলেই তো হলো ! কিন্ত মনের প্রশ্নের কি হবে ? তা তো উদয় হতেই থাকে থেকে থেকে। প্রথম প্রথম ভাবতাম এ গুলো সব শয়তানের কাজ। খুব বিব্রত বোধ করতাম । কারণ শয়তান ই নাকি এসব ভাবনা মাথায় ঢুকিয়ে মুমিন দের কে বিপথ গামী করে। আমি নিজে মুমিন মোসলমান কি না জানি না,কিন্তু চেষ্টা তো করে যাচ্ছি। তবু কিছুতেই মন থেকে আর এসব সরাতে পারি না। আমি যতই খঁটি মুসলমান হতে চাই না কেন,নানা ধরনের অদ্ভুত অদ্ভুত কথা ,চিন্তা আমার মাথায় ভর করে। নানা প্রশ্নে জেরবার হতে থাকি। যত দিন যেতে লাগলো ততই যেনো নানা ব্যাপারে এত সব পরস্পরবিরোধী কথা চোঁখে পরতে লাগলো যে কেমন যেনো একটা সন্দেহ দেখা দিতে লাগলো মনে। এত তারাতারি মনে সন্দেহ দেখা দেবে তা ভাবতেই পারি নি। এখানে একটা কথা বলতে হয় । আমার মনের সন্দেহ নানা প্রশ্ন অন্য কোন বই পড়ে নয়,নিজে থেকেই খুব ই স্বাভাবিক ভাবে এসেছে।

যদি ও তা ছিল আপাত দৃষ্টিতে খুব ই ছোট খাটো কথা । কিন্তু সেই ব্যাপার গুলোই আমাকে তাড়িত করে ফিরতো। প্রথম দিকে অনেক চেষ্টা করেছি মন কে চোঁখ টারতে। কিন্তু মনে যখন যে কোন ব্যাপারেই হোক না কেন প্রশ্ন জাগে,তখন তার উত্তর গুলো পাওয়ার জন্য এক সময় না এক সময় নিজের সামনে দাঁড়াতেই হয়। গোঁজামিল আর যেখানেই চলুক নিজের মনের সাথে গোজামিল চলে না। যে প্রশ্ন গুলো এক সময় আমার মনে খুব ই বড় হয়ে দেখা দিলো তার কয়েকটা উল্লেখ করলে হয়তো আমার জন্য ব্যাপার টা বোঝানো সহজ হবে। যেমন আরেকটাা বিষয় নিয়ে আমি খুব ভাবতাম। আর তা হলো। এই পৃথিবীতে এত গুলো ধর্ম আছে ছোট বড় মিলিয়ে তার সব ই মিথ্যা,আর শুধু ইসলাম ই সত্যি (তাদের দাবী অনুযায়ী)। শুধু মোসলমা রা ই বেহেস্তে যাবে,অন্য সব ধর্মের মানুষ অন্তত কাল ধরে দোযকের আগুনে পুড়তে থাকবে! এটা কি সত্যি কোন যুক্তির কথা হলো ? তারা তো নিজের ইচ্ছায় ওই সব ধর্মে বা গোত্রে জন্মায় নি । আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তো জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কিছুই ঘটে না । একটি গাছের পাতা ও নাকি নড়ে না। তাহলে এই মানুষ গুলোর তো কোন ই দোষ থাকতে পারে না । সব ই তো আল্লাহর ইচ্ছায় ই হচ্ছে ধরে নিতে হবে। পৃথিবীর এতো মানুষের মধ্যে শুধু কিছু মুমিন মোসলমান ছাড়া আর কেউ আল্লাহর প্রিয় বান্দা নয়। তারা দোযকের আগুনে পূড়বে। এসব কেমনতরো কথা হলো ? তাদের ধর্ম না হয় ভিন্ন হতে পারে। তারা না হয় কেউ কেউ মুর্তি পুজক হতে পারে । কিন্তু তারা কি সবাই এতোই খারাপ যে তাদের কে দোযকে পূড়ে মরতে হবে অনন্তকাল !

সেই বয়স পর্যন্ত আমার নিজস্ব পৃথিবীতে যে ক'জন মানুষ আমার প্রিয় অথবা কাছের ছিল তাদের বেশীর ভাগই হিন্দু। তার অবশ্য কিছু কারণ ও ছিল। যা উল্লেখ করা এখানে হয়তো অপ্রাসংগিক হবে না যে আমার বাবার পূর্ব পুরুষ রা ছিলেন এই এলাকার প্রাক্তন হিন্দু জমিদার। যারা প্রচন্ড রকম ব্রিটিশ বিরোধী ছিলেন এবং ব্রিটিশ রাজের সাথে ছোটখাটো যুদ্ধে জড়িয়ে পরেছিলেন। এই নিয়ে অনেক কাহিনী ,গান

ইত্যাদি আমাদের এলাকায় এখন ও প্রবীন কিছু কিছু মানুষের মুখে মুখে ফেরে। সে যাই হোক। সেই জমিদারদের এক ভাই ধর্মান্ত রিত হয়ে মুসলমান হয়ে যান। কারণ কি তা সঠিক জানা না গেলে ও অত্র এলাকায় প্রচলিত জনপ্রিয় যে ধারণা বিদ্যমান, তা হলো তিনি স্বপ্নাদৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেন। স্বাভাবিক কারণেই অন্য ভাইদের দ্বারা জমিদারীর অংশ থেকে বঞ্চিত হোন। কিন্তু অন্য কোথা ও না গিয়ে তিনি নিজেদের জমিদারী এলাকায় অন্য ভাইদের পাশাপাশি বাস করতে থাকেন। যার জন্য একটি ব্যাপার যা আমাদের কাছে খুব ই স্বাভাবিক ছিল ,আর তা হলো আমাদের হিন্দু আত্নীয় দের সাথে আত্নীয়তার বন্ধন অটুট ছিল এবং এখনও আছে । তাদের সাথে আমাদের উঠা বসা ,খাওয়া দাওয়া ,পুজা পার্বন, ঈদ ইত্যাদি মোটামোটি সব আনন্দ উৎসবেই এক সাথে অংশগ্রহন করে অভ্যস্থ ছিলাম। আমার মা আমাদের অন্য যে সব ব্যাপারেই কড়াকড়ি করেন না কেন কিন্তু এদের সাথে মেলামেশায় আমাদের কোন ই বাধা ছিল না। মার ও সব চেয়ে প্রিয় সখি বলি বা বান্ধবী বলি আমার দুই কাকী ছিলেন । প্রায় বিকেলেই বা রাতেই আমরা একে অন্যের বাসায় আড্ডা জমাতাম। তাদের দুর্গাপুজা বা অন্যান্য পূজা পার্বনে আমরা দু বোন তো প্রায় সারাদিন ই ওখান থেকে নড়তে চাইতাম না । বাইরে থেকে কখন ও অন্য লোক আমাদের এলাকায় বেড়াতে এলে ধরতেই পারতো না আমরা কে কি ! কার সাথে কার কি সম্পর্ক ! তারা পুজা আচ্চা করছে । আমাদের রমজান, দুই ঈদ ইত্যাদি ধর্মীয় উৎসব পালন করা হচ্ছে । দুই আলাদা ধর্ম। কিন্তু আত্নীয়তা তো তাতে বাধা গ্রস্থ হয় নি।

আমি আর আমার বোন এই পরিবারের মেয়েদের যে কি ন্যাওটা ছিলাম তা লিখে বোঝাতে পারবো না। আমার প্রাণের সেই দিদিরা সব দোযখে যাবে কি কারণে আমি যতই ভাবতে লাগলাম,ততই আমার ভিতর এক ধরনের অস্বস্তি ছড়িয়ে পরতে লাগলো। বলা ভালো এই ধরনের হরেক প্রশ্ন মনের ভিতর এমনি কাঁটার মতো বিধঁতে লাগলো অহরহ। আমার এই হিন্দু আত্নীয়রা মুর্তি পূজা করতে পারে, কিন্তু তারা যে মানুষ হিসেবে আমার থেকে খারাপ তা আমি কি করে মেনে নেবো ? তাছাড়া আর ও যে সব কথা নানা ভাবে মনের বিশ্বাস কে এলোমেলো করে দিতে লাগলো,তার মধ্যে আরেকটা হলো,আমি তো আমার ধর্ম নিজে থেকে বেছে নেই নি। জন্মগত ভাবে আমি মুসলমান। আমি হিন্দু বা অন্য কোন জাতি, ধর্মে জন্মাতে পারতাম। যে খানে,বা যাদের ঘরে জন্মেছি তাতে তো আমার কোন ই হাত ছিল না। বলতে গেলে একসিডেন্টলি জন্মেছি একটি মুসলিম পরিবারে,তাই আমি নিজে ও মুসলিম। এখানে আমার নিজের পছন্দের তো কোন সুযোগ ছিল না। ঠিক এক ই রকম অন্যান্য ধর্মের বেলায় ও এক ই কথা খাটে। তাহলে দেখা যাচ্ছে আমি একসিডেন্টলি মোসলমানের ঘরে জন্মেছি বলে অন্য সবার থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে গেছি (ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী)।

এটা কোন জাতীয় যুক্তির কথা হলো ? তাছাড়া ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী যদি মহান আল্লাহর ইচ্ছায় ই সব হয় তাহলে তিনি তো সহজেই সব তার অনুকুলে নিয়ে নিতে পারতেন। খামোকা মানুষ নামধারী পুতুল গুলোকে নিয়ে এই অদ্ভুত ছিনিমিনি খেলা কেন? তারা তো নিজের ইচ্ছায় কিছুই করছে না । সব ই করছে আল্লাহর ইচ্ছায়! তাছাড়া আরেকটা ভয়ানক কথা হলো তিনি যদি স্রষ্টাই হোন, তাহলে কি করে এক মানুষ কে আদেশ করেন তারই সৃষ্টি অন্য মানুষকে মারার জন্য। এতে তার লাভ কি ? তিনি কি করে মানুষ কে মানুষের পিছনে লেলিয়ে দেন হত্যা করার জন্য? সৃষ্টি তা যত তুচ্ছ ই হোক, কেউ কি কখন ও তার কোন সৃষ্টির পিছনে এমন নিষ্ঠুর এর ভুমিকা গ্রহন করতে পারে? পরম দয়ালু কথাটি এখানে কি কোনভাবে খাটে?

আমি যখন ই এই ধরনের অসংখ্য প্রশ্ন গুলোর জবাব জানার চেষ্ঠা করেছি ,কখন ই উত্তর গুলো আমার মনো;পুত হয় নি। এতো সব গোজামিল দেখতাম একটি কথার সাথে আরেকটি কথার, যে কিছুতেই তা

মন থেকে দূরীভুত করতে পারতাম না। একটা কথা প্রচলিত আছে এবং যা অত্যন্ত স্বাভাবিক বুদ্ধিতে ও ধরা পরে যে, যে কেউ ই তার সৃষ্টির প্রতি দুর্বল থাকে। হোক না তা ত্যাড়াব্যকা, ভাঙ্গাচোড়া। তবুও। আর আল্লাহ,যিনি মহান,দয়ার সাগর,তার দয়ার নমুনা ঠিক কি ,তা কখনই আমার কাছে পরিষ্কার হয় নি । অবশ্য **,একটা একসিডন্টে সবাই মারা গেলো শুধু একটা দুই বছরের বাঁচ্চা বেচে থাকলো ,আর তাতেই ধরা পরলো আল্লাহর অপার কুদ রত আর অসীম দয়া! এই ধরনের দয়ার নমুনা আমার কাছে গ্রহনযোগ্য মনে হয় নি** । আল্লাহ তো কখন ও পৃথিবীর অসহায় মানুষের জন্য কোন দয়া দেখান না। এখানে আমার আরেকটি কথা উল্লেখ না করলেই নয়। এই ধরনের যে কোন প্রশ্নের ইসলাম ধর্মে বাধা ধরা উত্তর আছে। **একমাত্র আল্লাহ জানেন সব,মানুষের এসব বোঝার সাধ্য নেই**। যখন ই কোন উত্তর নেই,গোজামিল দিয়ে ও পারা যাচ্ছে না,তখন ই এই বাধা ধরা জবাব। কিন্তু তাতে কি মনের প্রশ্ন মিলিয়ে যায়? আমি নিশ্চিত শুধু আমি নয় প্রায় সবার ই (ধর্মঅন্তপ্রাণদের ও) এই সব প্রশ্ন কম বেশী মনে জাগে কিন্তু তারা তা প্রকাশ করেন না । পাছে তাদের বেহেস্তের পথ পিচ্ছিল হয়ে যায়। কিন্তু এতো গোজামিলের এই সব ধর্ম নিয়ে আজ ও মানুষ কি করে আত্ব তৃপ্তির ঢেকুর তুলে আর বেহেস্তে যাওয়ার আশায় অস্ত্রে শান দেয় , উন্মাদের মতো কি করেই বা ঝাঁপিয়ে পরতে পারে অন্য ধর্মের মানুষের উপর সে এক মহা বিস্ময় আমার কাছে !

যা হোক। আরেকটি প্রশ্নের কথা ও না বললেই নয়। যা তখন দেখা দিয়েছিল আমার মনে। পুরুষ আর নারী যদি এক ই আল্লাহর সৃষ্টি হয়ে থাকে,তাহলে কি করে তিনি নারী কে পুরুষের থেকে মর্যাদায় নীচে স্থান দেন? সেটা কিসের ভিত্তি তে? নারী পুরুষের মধ্যে এই অদ্ভুত আরোপিত বৈষ ম্য কি কোন মহান আল্লাহর কাজ হতে পারে ? কি কারণে এক ই মানুষের মধ্যে শুধু মাত্র লিংগ পাথর্ক্যের জন্য একজনের উপর আধিপত্য হবে অন্যজনের ? নারী কি মেধায় যোগ্যতায় বা অন্য কোন ভাবে তার পুরুষসহযাত্রীর তুলনায় কিছুমাত্র খাঁটো ? আল্লাহ কি স ত্যি করতে পারেন এই ধরনের বৈষ ম্য ? কি কারণ এ করবেন ? নারী কে কি হাত পা চোখঁ কান একটা করে কম দিয়ে সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ ? তাহলে ও না হয় বোঝতাম। শুধু লিংগ ভিন্ন বলে এত টা নীম্ন স্ত রে রাখা হবে একজন নারী কে? আমার সন্দেহ জাগে মনে। কোন ঠোনকো, ভঙ্গুর যুক্তি দিয়ে মন কে বোঝাতে পারি না যে এটা সত্যি সত্যি কোন আল্লাহ র কাজ ! এসব ই আমার আরোপিত মনে হতে থাকে। এই সব প্রশ্নের কোন সন্তোষ জনক জবাব আমি কখন ই পা ই নি। শুধু অনুসন্ধান করে গেছি। তাতে যে ব্যাপার লক্ষ্য করেছি তা হচ্ছে এতো কথা বলতে নেই,এতো প্রশ্ন করতে নেই,সব আল্লাহ ই জানেন কেন তিনি কি করেছেন ! এই উত্তরে আমি সন্তষ্ট হতে পারি নি। আমার মনের জিজ্ঞাসা তাতে এক বিন্দু নিভৃত হয় নি । দোযকের ভয়ে ও না। সত্যি বলতে কি আমি নিজে থেকে অনেক চেষ্টা করেছি নিজেকে অন্ধ ভাবে বিশ্বাসের কাছে সমর্পণ করতে। কিন্ত তা হয় নি শেষ পর্যন্ত। যে দিকে তাকিয়েছি,যার কাছে গেছি এমন সব হিপোক্রেসি দেখেছি তাতে আমার বিশ্বাসে ছিড় ধরা ছাড়া কাজের কাজ কিছুই হয় নি।

আমি আগেই বলেছি , বিশেষ কারো বই পড়ে প্রভাবিত হই নি। অন্তত সেই সময় পর্যন্ত নয়। পরের কথা ভিন্ন। কিন্তু শুরু টা এরকম করেই আমার মধ্যে ঘটেছিল। দিনে দিনে তা শুধু নিজের মধ্যেই ডাল পালা বিস্তার করেছে। এক সময় দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে মনে যে ধর্ম ব্যাপার টাই ভুঁয়া; বানানো। একটা প্রশ্নের ও সন্তোষজনক যুক্তিপূর্ণ উত্তরের বদলে খালি আল্লাহ জানেন বললে তো আর সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না।

দিনে দিনে এক সময় হারিয়ে গেলাম অন্যান্য বইয়ের রাজ্যে। কিন্তু আর কখনও ওই সব ধর্মীয় বই তেমন করে হাতে নেই নি। এখন মাঝে মাঝে এ নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক পড়ি। পড়তে ভালো ই লাগে । কিন্তু ওই পর্যন্ত ই । স ত্যি কার ভাবে ধর্মের ব্যাপারে আমার আর কোন আগ্রহ নেই। কথা টা খুব অদ্ভুত শুনালেও সত্যি যে শৈশব কৈশোরের অজানা প্রশ্ন গুলো নিয়েও নেই আর কোন জানার আগ্রহ। কারণ

আমি সাধারণ বুদ্ধিতে অনেক আগেই উপলব্ধি করেছি তার উত্তর আসলে কি হতে পারে। আমার একটা ই শুধু মনে প্রাণে চাওয়া, যে ধর্ম ই মানুষ পালন করুক অথবা বিশ্বাস করুক,তা যেন তার নিজের মধ্যেই নিভৃতে করে। ধর্মের নামে এই মারামারি দাঙ্গা হানাহানি যেনো বন্ধ হয় ! মানুষ যেনো নিজে বাচেঁ ,অন্য কেও বাঁচতে দেয় শান্তিতে ! রাষ্ট্র যেনো কোন বিশেষ ধর্মের পৃষ্ঠপোষ ক কখন ই না হয়। তাহলে ও অন্তত ধর্মীয় উগ্রবাদীদের দৌরাত্ব অনেকটা কমে আস তে বাধ্য ।

চলবে.........